প্রথম আলো

তারিখ ... 29 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

গবেষণায় সুপারিশ

বাল্যবিবাহ ঠেকাতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাল্যবিবাহের শিকার শিশুদের মধ্যে শিক্ষাবঞ্চিতের সংখ্যা শিক্ষিতদের তিন গুণেরও বেশি। যেসব পরিবারে পিতারা কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাস, সেখানে বাল্যবিবাহের প্রবণতা অর্ধেকের কাছাকাছি। আর কমপক্ষে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনো মায়েদের পরিবারে এটি দুই-তৃতীয়াংশ কম। বাল্যবিবাহ বন্ধে শিক্ষার এই প্রভাব বিবেচনায় মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে এ-সংক্রান্ত এক গবেষণা প্রতিবেদনে।

গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'কনটেক্সট অব চাইল্ড ম্যারেজ অ্যান্ড ইটস ইমপ্লিকেশনস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এই গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সায়েন্সেস এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা-বিষয়ক তহবিল (ইউএনএফপিএ) যৌথভাবে এ গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নেয়। এ জন্য দেশের ১৪টি জেলার ২৭৮টি অঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন এই গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সায়েন্সেসের সহযোগী অধ্যাপক মো. বেল্লাল হোসেন। তিনি বলেন, এই গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল বলছে, দেশের ১৩ থেকে ৪৯ বছরের ৬৭ শতাংশ নারীই বাল্যবিবাহের শিকার।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বাল্যবিবাহ ঠেকাতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহের প্রবণতাও যে কমে আসবে, সেটা আমার চিন্তায় ছিল। এই গবেষণার ফলাফল ওই চিন্তার সপক্ষে প্রমাণ হাজির করল।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনএফপিএর অফিসার ইনচার্জ ইয়োরি কাতো বলেন, বাংলাদেশের জন্য ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ইউএনএফপিএর যে কর্মপরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেখানে বাল্যবিবাহ বন্ধের বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ফরিদউদ্দীন আহমেদ এবং ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সায়েন্সেসের সভাপতি আমিনুল হক।